বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প

আয়োজনে ঃ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ও উপজেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা, সাতক্ষীরা।

সহযোগিতায় ঃ সুইচ এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

উপজেলা কর্মশালা প্রতিবেদন

কর্মসূচীর নাম	সাতক্ষীরা জেলায় পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম অবহিতকরণে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সচিব, সংরক্ষিত মহিলা মেম্বর ও ওয়ার্ড মেম্বর সমন্বয়ে উপজেলা কর্মশালা।					
তারিখ	১৭.১২.২০২০ ইং-			সময়কাল	১০:০০ -৩:০০ টা পর্যন্ত	
সভার মাধ্যম	স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি					
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	পুরুষ	৩৯	নারী	১৫	মোট	৫৪
অংশগ্রহণকারীর ধরণ	ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান					
সভাপতির নাম ও পদবী	দেবাশীষ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।					
প্রধান অতিথির নাম ও পদবী	মোঃ আসাদুজ্জামান বাবু, চেয়ারম্যান, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।					
এনআইএলজি প্রতিনিধি	একেএম মিজানুর রহমান, কনসালটেন্ট, এনআইএলজি (জাইকা)					
কর্মশালার পরিচালক	মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স					
কর্মশালার সমন্বয়কারী	মোঃ তারিকুজ্জামান, ডেপুটি ডিরেক্টর, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স।					
কর্মশালার আয়োজক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী	মোঃ শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার ও অফিস ইনচার্জ, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা।					
কর্মশালার যোগাযোগকারী	মোঃ মনিরুজ্জামান টিটু, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা।					
সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ভূমিকা ঃ শুরুতে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সাতক্ষীরা এর অফিস ইনচার্জ মোঃ শরিফুল ইসলাম সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সভাপতির অনুমতিক্রমে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচীর কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। এর পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ নিজ পরিচয় দেন। পরবর্তীতে কর্মশালার স্বাগত বক্তব্য ও বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স। তারপর পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপন করেন মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স। উদ্বোধনী বক্তব্যঃ উক্ত কর্মশালার সভাপতি দেবাশীষ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা, উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, মূলত পারস্পারিক শিখন হলো এক জন আর এক জনের থেকে ভাল কিছু জানা ও শেখা। এনআইএলজি ও স্থানীয় সরকারের যে কাজ সাতক্ষীরা সদরে বাস্তবায়ন হচ্ছে আমি তার সার্বিক সাধুবাদ জানায়, স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক					

সহযোগীতা করবে। যে ৫ টি ভালো কার্যক্রম সদর উপজেলাতে বাস্তবায়ন করবে এটা পরবর্তিতে সমগ্র উপজেলায় রূপান্তর হবে। করোনা মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও এনআইএলজি কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। আমাদের যেমন ভালো কাজ আছে, তেমনি অন্যদের ও ভালো কাজ রয়েছে। এজন্য আমাদের ও অন্যদের ভালো কাজ গুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া। তিনি এনআইএলজি ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর এই পারস্পারিক শিখন কর্মশালায় সকল অংশগ্রহনকারীদেরকে কর্মশালায় সহযোগীতা করার অনুরোধ জানিয়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

মোহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর, (প্রোগ্রাম এন্ড প্লানিং), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, প্রথমে আশাশুনি উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন এবং সকল ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানান। ভালো শিখন বলতে নিজের যে ভালো কাজ গুলো আছে সেগুলো কে বুঝায়। আজকের কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার ইউনিয়নে যে ভালো কাজগুলো আছে সেগুলো জানানো ও দেখানো। তিনি পারস্পারিক শিখনের উদ্দেশ্য গুলো তুলে ধরেন,

১. আমি আমার ভালো শিখন গুলো অন্যকে জানাবো।
২. অন্যদের ভালো শিখনগুলো নিজে দেখবো ও জানবো।
৩. উপজেলার ভালো শিখন গুলো জানবো এবং অন্যকে জানাবো।

তারপর তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পারস্পারিক কর্মসূচীর মূলনীতি গুলোর ব্যাখ্যা দেন। পারস্পারিক কর্মসূচীর মূলনীতি গুলো হলো-

- প্রশংসা
- সংযোগ স্থাপন
- অভিযোজন/গ্রহণ
- রূপায়ন

কর্মশালায় ব্যবহারিত **উপকরণ:**

- **প্রজেক্টর**
- **মার্কার**
- **পোস্টার পেপার**
- **ফাইল**
- **কলম**
- **নোট প্যাড**
- **নেইম ব্যাচ**
- **হ্যান্ড আউট**
- **ভিব কার্ড**
- **ফ্লিপ চার্ট**
- **মাস্ক**
- **ক্যামেরা**

এরপরে প্রতিটি ইউনিয়নের উপস্থিতিদের স্ব স্ব ইউনিয়ন ভিত্তিক বসিয়ে ভিব কার্ডের মাধ্যমে তাদের ইউনিয়নের ০৫ টি ভালো কাজ গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে বলা হয়। গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে ১৪ টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৬৫ টি ভালো কাজ উঠে আসে। ভালো কাজ গুলো নিম্নরূপঃ

➢ **বাঁশদহা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. প্রতি মাসে মাসিক মিটিংয়ে শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারনকে সচেতন করার জন্য মাসিক মিটিংয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. শিশুদের বিনোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দোলনা লাগানো হয়েছে।

৪. শিশুদের শারিরিক মানসিক বিকাশে ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নে প্রতিবছরে বাজেটে প্রকল্প গ্রহন।

৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য জন্মনিবনাধন সহ অনান্য সনদপত্র বিনামুল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

➢ **কুশখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. অনিরাপদ স্থানন্তর রেজিস্ট্রেশন করা।

২. শিশুদেরকে ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. সল্প সময়ে বিরোধ মিমাংসা করা।

৪. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মহিলাদেরকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও করোনা ভাইরাস সর্ম্পকে সচেতন করা।

৫. শিশুদের বিভিন্ন কমিটিতে অন্তভূক্তি করা।

➢ **বৈকারী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. বৈকারী শফিকুল এর বাড়ি হতে হাফিজুলেন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি ঢালাই করণ।

২. বৈকারী বাজারের বঙ্গবন্ধু পাঠাগারের সামনে গোল যাত্রীছাউনি নির্মান।

৩. বৈকারী ইউনিয়নের গরীব ও মেধাবী প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ড্রেস বিতরণ।

৪. কাথন্ডা প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ ও টিফিন বক্স বিতরণ।

৫. গরীব অসহায় ও দুস্থ নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।

➢ **ঘোনা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. প্রতিমাসে শিশুদের সাথে মতবিনিময় সভা করা।

২. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধরে রাখার জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।

৩. ঘোনা ক্যাম্প মোড়ে কাচাঁ বাজারের জন্য ড্রেন সহ চাঁদনী নির্মান।

৪. ঘোনা মোবারক মোড়ে যাত্রী ছাউনী নির্মান।

৫. শিশু ফোরাম গঠন।

➢ **ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. কমিউনিটি ক্লিনিকে বসার ব্যবস্থা করা।

২. শিশু ফোরাম গঠন।

৩. ১০০% ট্যাক্স আদায়।

৪. ওয়ার্ড ও বাজেট সভা করা।

৫. করোনা কালীন সময়ে সচেতন করা।

➢ **আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. মাস্ক পরুন সেবা নেন।

২. কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবর্তী মহিলাদের ডেলিভারীর ব্যবস্থা

৩. শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

৪. শিশু ফোরাম গঠন।

৫. বাল্য বিবাহ বন্ধ করণ এবং এ সংক্রান্ত মামলা গ্রহন না করা।

➢ **ধুলিহর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. শিশুদের নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে শিশু ফোরাম গঠন।

২. শিশুদের সহ অনান্য সকলের জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. শিশুদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।

৪. শিশুদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ডায়লগ সেশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫. শিশুদের জন্য পরমর্শ বা অভিযোগ বক্স রয়েছে।

➢ **ব্রক্ষরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. নিরাপদ ও সুপেয় পানি পান ও ব্যবহারের জন্য ইউপি কার্যালয়ে গভীর নলকুপ স্থাপন।

২. পিস ক্লাব উগ্রপন্থা পরিহার ও শান্তিপূর্ন সমাজ গঠনে যুবক যুবতীদেও অংশগ্রহন।

৩. দুস্থ অসহায় বিধাবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য সেলাই মেশিন প্রদান।

৪. জলবদ্ধতা দূরিকরণে বৈদ্যুতিক মটর স্থাপন করে সেচ ব্যবস্থা।

৫. শিশু ফোরাম, ওয়ার্ড সভা ও ইউপি সম্বয় সভায় শিশুদের অংশগ্রহন ও মতামত প্রদানের সুযোগ।

➢ **আগরদাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. শিশুদের সুবিধা/অসুবিধা মত বিনিময়ের জন্য অভিযোগ বক্স রাখা হয়েছে।

২. কিশোরী ক্লাব স্থাপন।

৩. বকচরা দিঘির ধার আলে হাদিস ঈদগাহ সংস্কার।

৪. শিশুদের প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫. উন্মুক্ত বাজেট সভায় শিশুদেও জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

➢ **ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. মাস্ক পরুন সেবা নিন কার্যক্রম চালু।

২. মানবপাচার প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

৩. করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

৪. বাজেটে শিশুদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

➢ **বল্লী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. স্বাস্থ্যসম্মত গ্রাম

২. শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে বিশেষ উদ্দ্যোগ

৩. স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবস্থা ও প্রদান।

৪. সবজি বাগান তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য বিশেষ গোসলখানা তৈরী।

➢ **লাবসা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. মতামত প্রকাশের জন্য অভিযোগ বক্স স্থাপন।

২. গরীব আসহায় পরিবারের আইন সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দ।

৩. শিশুদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ডায়লগ সভার আয়োজন।

৪. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ইউনিয়নে প্রচার সভা করা।

৫. শিশুদের মতামত প্রকাশের জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে।

➢ **ফিংড়ী ইউনিয়ন পরিষদের ৫ টি ভালো কাজঃ**

১. শিশুদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ডায়লগ সভার আয়োজন।

২. গভার মাধ্যমে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রতিবন্ধীদের সহযোগীতা করা।

৩. শিশুদেও জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

৪. ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা।

৫. ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ বক্স স্থাপন।

সকল ভালো কাজগুলো দেয়ালে পোস্টারিং করা হয় এবং প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীদেরকে ৩ টি করে টিপ দেওয়া হয়। অংশগ্রহনকারীরা তারা প্রত্যেক ভালো কাজ গুলো পড়ে নিজস্ব মত অনুযায়ী ভোট প্রদান করেন। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ টি ভালো কাজ উঠে আসে এবং সবার সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক ভালো কাজের সূচক নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ভালো কাজ ও তার সূচক সমূহ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ভাল শিখন	সূচকসমূহ (Smart)
১. শিশু ফোরাম গঠন (আলীপুর, ঘোনা, ব্রক্ষরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ)	• ইউপি রেজুলেশন আছে। • প্রতি মাসে সভা করা হয়। • প্রতি ওয়ার্ডে ৫০ জন শিশু সদস্য আছে। • ওয়ার্ড ভিত্তিক রেজিস্টার আছে
২. অনিরাপদ স্থানন্তর রেজিস্টার সংরক্ষন করা। (কুশখালী ইউনিয়ন পরিষদ)	• রেজিস্টার আছে। • এলাকা ভিত্তিক সকল জনগন জানে। • ইউপি রেজুলেশনে আছে।
৩. শিশুদের বিনোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখে দোলনা লাগানো হয়েছে। (বাঁশদহা ইউনিয়ন পরিষদ)	• প্রকল্প গ্রহন রেজুলেশন। • বাজেট বইতে আছে। • বাঁশদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখে দোলনা লাগানো হয়েছে।
৪. ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ ও মতামত বক্স স্থাপন করা হয়েছে। (ফিংড়ী, ধুলিহর ইউনিয়ন পরিষদ)	• বক্স দেখা যাবে। • প্রতি মাসে খোলা হয়। • নিয়মিত রেজুলেশন করা হয়। • রেজিস্টার আছে।
৫. শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা (আলীপুর, লাবসা, আগরদাড়ী, বাঁশদহা ইউনিয়ন পরিষদ)	• ওয়ার্ড সভায় রেজুলেশন • বাজেট বইতে লিপিবদ্ধ আছে। • শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন চিন্তাধারা আছে। • শিশুদের চাহিদা আছে।

কর্মপরিকল্পনাঃ কর্মশালায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়নের ভাল কাজ দেখার জন্য এক ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিরা অন্য ইউনিয়নে ভিজিট করতে আগ্রহী হন।উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও স্যার এর সম্মতিতে ১৫ জানুয়ারি মধ্যে এই ভিজিট করতে যাবেন।

সভার প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান- আসাদুজ্জামান বাবু, বলেন, আমাদের এই উপজেলাতে অনেক ভাল চর্চা আছে এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের এলাকার কাজ সম্পর্কে অন্যদেরকে জানাতে পারবো, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়নের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবো। এর মাধ্যমে ভাল কাজ করার প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। আশা

	করি আমাদের উপজেলাতেও এটি আগামীতে ভাল কাজগুলো চিহ্নিত হবে। আমরা সকলে এভাবে এগিয়ে যাব। এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন ভিজিটের মাধ্যমে ভালো কাজ গুলো আমরা শিখবো এবং উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বিত ভাবে কাজ করবো। **কর্মশালার সভাপতি** দেবাশীষ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা বলেন আমার মনে হয় এই যে পারস্পরিক শিখন এটা কিভাবে হবে, এটা তখনই হবে যখন আমি একজনের কাছ থেকে শেখার জন্য প্রস্তুত হয় এবং আমি আর একজনকে শেখায় ,আপনারা সকাল থেকে যে ভাল কাজগুলো করেছেন আমি এর সাধুবাদ জানায়। আপনারা আজকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবগণ অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে যে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আপনাদের ইউনিয়নের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করছি এবং আজকের এই প্রস্তুতিমূলক সভার সফলতা কামনা করে শেষ করছি। এনআইএলজি ও স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উপজেলাতে ভালো কাজ বাস্তবায়ন হলে আমরা এক পর্যায়ে কাজগুলো দেখতে সফর করতে পারবো। আপনারা আজকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবগণ অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে যে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আপনাদের ইউনিয়নের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করছি এবং আজকের এই কর্মশালার সার্বিক সফলতা কামনা করে শেষ করছি।
অংশগ্রহনকারীদের মতামত/পরামর্শ	১. যে ভাল শিখনগুলো চিহ্নিত হবে তা দেখার জন্য সবাই যেন একটি পরিকল্পনা করেন। ২. ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ভাল শিখনগুলো উপজেলা কর্মশালাতে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। ৩. উপজেলা কর্মশালা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি করা হবে।

সংযুক্তি :

১. উপস্থিতি তালিকা।
২. কর্মশালার সূচী।
৩. নিউজ লিংক।
৪. কর্মশালার ছবি।

বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী (এইচএলপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উপজেলা কর্মশালা

আয়োজনে: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ও উপজেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা
সহযোগিতায়: সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) ও ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

স্থান: সাতক্ষীরা সদর উপজেলা
তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২০

কর্মশালার সময়সূচি

সময়	কার্যক্রম
১০:০০ - ১০:৩০	রেজিস্ট্রেশন
১০:৩০ - ১০:৩৫	স্বাগত বক্তব্য

১০:৩৫ - ১০:৫০	পরিচিতি পর্ব
১০:৫০ - ১১:০০	কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা
১১:০০ - ১১:২০	পারস্পরিক শিখন বিষয়ক উপস্থাপনা
১১:২০ - ১১:৩০	প্রধান অতিথির বক্তব্য (উদ্বোধন পর্ব)
১১:৩০ - ১১:৪৫	বিরতি
১১:১০ - ১১:৩০	পারস্পরিক শিখন প্রক্রিয়া উপস্থাপনা
১১:৪৫ - ১২:১৫	ভালো শিখন চিহ্নিত করার জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক দলীয় কাজ ও ভাল শিখন উপস্থাপন
১২:১৫ - ১২:৪৫	অংশগ্রহণকারীদের ভোটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ৫টি ভালো শিখন চিহ্নিতকরণ ও সূচক নির্ধারণ
১২:৪৫ - ০১:০৫	পারস্পরিক শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা তৈরী করা
০১:০৫ - ০১:২০	অতিথিদের বক্তব্য
০১:২০ - ০১:৩০	সভাপতির বক্তব্য ও সমাপনী

নিউজ লিংক:

https://www.amardesh365.news/country-wide/news/4880?fbclid=IwAR29NgRg_ycDO-nvMV09dKobLgLq6QFFX-Abt67_mPuWhug6nuGZioi4Gy0

ছবি:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর</td>
<td>বক্তব্য দিচ্ছেন কনসালটেন্ট, এনআইএলজি(জাইকা)</td>
</tr>
</table>

	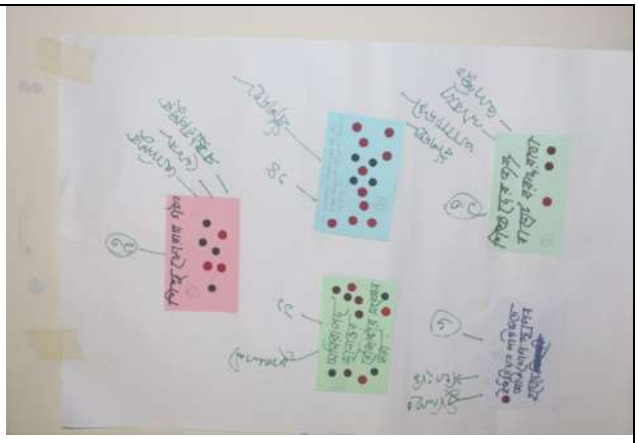
ইউনিয়ন ভিত্তিক চিহ্নিত ০৫টি ভালো শিখন তালিকা	নির্বাচিত ০৫টি ভালো শিখন
দলীয় কাজের একাংশ	ভোট প্রয়োগের একাংশ
ভোট প্রয়োগের পূর্বে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভালো শিখন উপস্থাপন করছেন	কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সদর

প্রস্তুতকারীর নাম: মোঃ শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার ও অফিস ইনচার্জ, সাতক্ষীরা